চতুর্থ ইমাম

তৃতীয় ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পুত্র হযরত আলী বিন হুসাইন (আ.) হলেন চতুর্থ ইমাম। তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি হল 'সাজ্জাদ' ও জয়নুল আবেদীন। আর এ দুটো নামেই (উপাধি) তিনি অধিক পরিচিত। তাঁর মা হলেন ইরানের ইয়াযদ্‌গের্দের রাজকন্যা। হযরত ইমাম সাজ্জাদই (আ.) ছিলেন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর একমাত্র জীবিত পুত্র। কারণ, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর অন্য তিন ভাই কারবালায় শাহাদৎ বরণ করেন[১]।

অবশ্য হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-ও পিতার সাথে কারবালায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন। যার ফলে অস্ত্র বহন বা যুদ্ধ করার মত দৈহিক সামর্থ তখন তাঁর মোটেই ছিল না। তাই তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ বা শাহাদত বরণ করতে পারেননি। যুদ্ধশেষে ইমাম পরিবারের নারী ও কন্যাদের সাথে বন্দী অবস্থায় তাঁকে দামেস্কে পাঠানো হয়। তারপর সেখানে কিছুদিন বন্দী জীবন কাটানোর পর গণসন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইয়াযিদের নির্দেশে সসম্মানে তাঁকে মদীনায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে 'আব্দুল মালেক' নামক জনৈক উমাইয়া খলিফার নির্দেশে চতুর্থ ইমামকে পুনরায় বন্দী করে শিকল দিয়ে হাত পা বেধেঁ দামেস্কে পাঠানো হয়। অবশ্য দামেস্ক থেকে আবার তাঁকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হয়।[২]

চতুর্থ ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.) মদীনায় ফেরার পর ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন। অপরিচিতদেরকে সাক্ষাত প্রদান থেকে তিনি বিরত থাকেন। তখন থেকেই সর্বক্ষণ তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন। হযরত আবু হামজা সোমালী (রা.) ও হযরত আবু খালেদ কাবুলীর (রা.) মত বিশিষ্ট শীয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সাথেই তিনি যোগাযোগ করতেন না। ইমামের ঐ বিশিষ্ট সাহাবীরা তাঁর কাছ থেকে যেসব জ্ঞান আরহণ করতেন, তা তারা শীয়াদের মধ্যেই বিতরণ করতেন। এভাবে শীয়া মতার্দশের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। আর এর প্রভাব পরবর্তীতে পঞ্চম ইমামের যুগে প্রকাশিত হয়। 'সাহিফাতুস্ সাজ্জাদিয়াহ্' নামক চতুর্থ ইমামের দোয়ার সংকলণ তাঁর অবদান সমূহের অন্যতম। এই ঐতিহাসিক দোয়ার গ্রন্থটিতে ৫৭টি দোয়া রয়েছে। যার মধ্যে ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে। এই গ্রন্থকে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের 'যাবুর' (হযরত দাউদের (আ.) কাছে অবর্তীণ ঐশী গ্রন্থ) বলে অভিহিত করা হয়। বেশকিছু শীয়া সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) ৩৫ বছর যাবৎ ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর উমাইয়া খলিফা হিশামের প্ররোচণায় 'ওয়লিদ ইবনে আব্দুল মালেক' নামক জনৈক ব্যক্তি বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম (আ.)-কে হত্যা করে।[৩] এভাবে হিজরী ৯৫ সনে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) শাহাদত বরণ করেন।

---

[১]। 'মাকাতিলুত্ তালেবিন' ৫২ ও ৫৯ নং পৃষ্ঠা।

[২]। 'তাযকিরাতুস্ খাওয়াস্' ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। 'ইস্‌বাতুল হুদাহ্' ৫ম খন্ড, ২৪২ নং পৃষ্ঠা।

[৩]। 'মানাকিব ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড, ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ৮০ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ১৯০ নং পৃষ্ঠা।